

টুকরো

ক্ষতিপূরণ ১১ কোটি

২০১৯ সালে দুবাইয়ে এক ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা, ৩১ জন যাত্রীর মধ্যে ১২ জন ভারতীয় সহ মোট ১৭ জনের মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনাতেই আহত হয়েছিলেন ভারতীয় নাগরিক ২০ বছর বয়সি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া মহম্মদ বেগ মির্জা। চার বছর পরে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মুদ্রায় তিনি পেলেন ৫ মিলিয়ন দিরহাম ক্ষতিপূরণ, ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১১ কোটি টাকা।

মুজিবর

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের জীবনী নিয়ে তৈরি হচ্ছে বায়োপিক। শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করবেন বাংলাদেশে বিখ্যাত নায়িকা নুসরাত ফারিয়া। সম্প্রতি কলকাতায় এসে এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছেন।

ভুও

বসিরহাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সৌতম ব্যানার্জির ছবি ব্যবহার করে খোলা হয়েছে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। তদন্তে নামে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ভবেশ পরধি নামে এক ব্যক্তি সৌতমবাবুর ছবি ব্যবহার করে ভুয়ো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছে। সেই অ্যাকাউন্টে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সে মহারাস্ট্র পুণের বাসিন্দা এবং স্কুল কলেজ সমস্ত ঠিকানা মহারাস্ট্রের।

রামলীলা

সারাদেশে যখন রামনবমীর পূজো নিয়ে উৎসব এবং হানাহানি চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে দিল্লির রামলীলা ময়দানে সিটু এবং অল ইন্ডিয়া মজদুর-কৃষক সংঘর্ষ সংগঠনের ডাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী শ্রমিক দিল্লির রামলীলা ময়দানে জমায়েত করে। কৃষকের উৎপাদিত পণের ন্যায্য মূল্যের দাবিতে এবং শ্রমিকের ন্যায্য মজুরির দাবিতে রামলীলা ময়দানে এই জমায়েতের ডাক দিয়েছিল সংগঠনগুলি।

রামনবমী আতঙ্কের কারণ হবে কেউ ভাবেনি!

অনির্বাণ গুহঠাকুরতা : রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে গত ৩০ মার্চ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘর্ষ হিংসার ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এমনটা যে ঘটতে পারে সেই আঁচ আগেই পাওয়া যাচ্ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বিগত কয়েক বছর ধরেই হিন্দুত্বের বাণ্যধারীরা রামনবমীর শোভাযাত্রাকে ব্যবহার করে চলেছে। গত বছর, অর্থাৎ ২০২২-এও মধ্যপ্রদেশের খারগোন, মহারাস্ট্র, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শিবপুরে রামনবমীর মিছিলের সময় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা সামনে এসেছিল।

এবছরও রমজান ও রামনবমী একই সময়ে আয়োজিত হয়। উৎসব পালনের সময় যে সমস্ত এলাকায় মুসলমানেরা মসজিদে নামাজ পাঠরত সাম্প্রদায়িক প্ররোচনা যোগাতে সেইসব



স্থানকেই বেছে নেওয়া হয়।

৩০ মার্চ ও তার পরবর্তী সময়ে জলগাঁও, মালাড ও ঔরঙ্গাবাদে (যার নাম বদলে শান্তাজিনগর রাখা হয়েছে) একাধিক হামলা ও হিংসার ঘটনা ঘটে, একজনের মৃত্যুও হয়। বিহারের সাসারাম ও বিহার শরীফ এলাকায় গুরুতর

অশান্তি দেখা দেয়। হরিয়ানা ও গুজরাটের ভদোদরা অঞ্চলেও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে প্রথমে হাওড়ায় এবং পরে হুগলী জেলায় অশান্তি চরম আকার নেয়। মহারাস্ট্র ও গুজরাটের মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যের

পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে রামনবমীর শোভাযাত্রাকে উপলক্ষ করে অশান্তি বাধানো হয়েছে। বোম্বাই যাচ্ছে আরএসএসের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন সংগঠনগুলি এইসব ঘটনায় মুসলমান মানুষ বসবাস করেন এমন এলাকাগুলিতে উদ্ভেজক

স্লোগানসহ জমায়েত করেছে, তারস্বরে ডিজে বাজিয়ে মসজিদের সামনে তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্র সহ মিছিল করেছে। এরই ফলে হাওড়ায় অশান্তি ছড়িয়েছে এবং হিংসার ঘটনায় ডালখোলায় একাধিক মানুষ আহত ও একজন নিহত হয়েছে।

হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা পূর্বনির্ধারিত রাস্তা ছেড়ে অন্য পথে এগোনো সত্ত্বেও পুলিশ ও প্রশাসন নিজেদের যথাযথ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এমন সম্ভাবনা প্রতিরোধে কার্যত কোনও পরিকল্পনাই ছিল না। কয়েকটি স্থানে পুলিশ অশান্তির মধ্যেই দায় এড়িয়ে সরে গেছে, আবার কিছু জায়গায় তারা আক্রমণকারীদের সাথেই বিভিন্ন হামলার ঘটনায় যুক্ত ছিল। হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীদের এমন সাজানো-গোছানো

এর পর পৃঃ ২ ►

রাহুলের হাতে একদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোদী পদবিধারীদের মানহানির অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকালে সুরাতের সেশন আদালতের বিচারক আর পি মোগেরা এজলাসে এসে ঢুকে রাহুল গান্ধীর আর্জি সম্পর্কে ‘ডিসমিস’ শব্দটি উচ্চারণ করে অন্য মামলার বিচার শুরু করে দিয়েছিলেন। রাহুলের মামলা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি। রাহুলের পক্ষে প্রখ্যাত আইনজীবী আর এস চিমা বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানান, রাহুলের সাজার মেয়াদ কমিয়ে দিতে। তিনি বলেন, ‘আমার

মক্কেলের সাংসদ পদ খারিজ হয়ে গিয়েছে। দু’বছর জেলে কাটানোর পর আরও ছয় বছর অর্থাৎ আট বছর তিনি আর নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। আপনি অনুগ্রহ করে সাজার মেয়াদ একদিন কমিয়ে দিলেই সমস্যা মিটে যায়। উনি একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক। আপনি আর্জি পুনর্বিবেচনা করুন।’ বিচারক মোগেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করেননি। কোর্ট অফিসারেরা পূর্ণাঙ্গ কপি দেওয়া হবে।

একটু আগে নির্দেশের কপি

সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের হাতে পৌঁছেছে। কংগ্রেসের আইনজীবী সেল ওই কপির বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে। নিম্ন আদালতের বিচারক সাজা ঘোষণার পর তাতে স্থগিতাদেশ জারি করে রাহুলকে একমাস সময় দিয়েছিলেন উচ্চ আদালতে আর্জি জানানোর জন্য। সেই মেয়াদ শেষ হতে চলেছে আগামী পরশু, শনিবার। তার আগে হাইকোর্ট থেকে স্বস্তি না মিললে রাহুলকে জেলেই যেতে হবে, মনে করছে আইনজীবী-মহল।

লক্ষণীয় হল, রাহুলের সাজা



বহাল রাখার ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বিচারকের সঙ্গে সেশন আদালতের বিচারকের বক্তব্যে ছবছ মিল রয়েছে। সিনিয়র বিচারক মোগেরাও তাঁর নির্দেশের কপিতে লিখেছেন, ‘রাহুল গান্ধী মোদী পদবিধারীদের নিয়ে যে কথা বলেছেন তা চরম

অবমাননাকর। কেউ এমন কথা মেনে নিতে পারেন না। মামলাকারী (বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী) নিজে রাজনীতি করেন। তাঁর মানহানি হওয়াই স্বাভাবিক।’

এরপর বিচারক ব্যাখ্যা করেছেন কেন রাহুলের মুখে কথাগুলি বেশি

এর পর পৃঃ ২ ►

কৃষি বিজ্ঞানী হিমাদ্রি শেখর সেন-এর জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডঃ হিমাদ্রি শেখর সেন কল্যানীর মোহন-পুরের বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে কৃষিতে স্নাতক হওয়ার পর নয়াদিল্লীর ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা থেকে কৃষি বিদ্যায় স্নাতকোত্তর এবং মৃত্তিকা ভৌতবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। এরপর উনি কৃষি বিজ্ঞানী হিসাবে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থায় যোগদান করেন। কর্মজীবনের প্রথমে উনি কানিংয়ের কেন্দ্রীয় লবণাক্ততা গবেষণা সংস্থায় যোগদান করেন, মাঝে ২ বছর কটকের কেন্দ্রীয় ধান্য গবেষণা সংস্থাতে কাজ করার পর পুনরায় কেন্দ্রীয় লবণাক্ততা গবেষণা সংস্থায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং দীর্ঘ বছর ওই সংস্থার উন্নতিকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করেন। উক্ত সংস্থায় ওনার গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল লবনাক্ত মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে তার উৎপাদন-শীলতা বাড়ানো এবং খামার জলাধার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিশ্রুত জলের সেচের সাহায্যে লবনাক্ত জমিতে কৃষিকাজের উন্নতিসাধন। এই মর্মে ডঃ সেন সারা ভারতে একজন পথিকৃৎ হিসাবে গণ্য। ওনার কার্যকালে উক্ত সংস্থা থেকে লবনাক্ততা সহনশীল বিভিন্ন ধানের প্রজাতির উদ্ভাবন হয়েছিল যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার লবনাক্ততার অসুবিধাজনক মাটিতে ধানের চাষ প্রভুত ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কর্মজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উনি ব্যারাকপুরস্থিত কেন্দ্রীয় পাট ও সহজাত তন্তু অনুসন্ধান সংস্থায় ২০০২ সালে নির্দেশক হিসাবে কর্ম করেছিলেন এবং একটি প্রায় মৃতপ্রায় সংস্থাতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। ডঃ সেন ওনার কর্মজীবনে ৬ জন ছাত্রকে ডক্টরেট উপাধি লাভে পথপ্রদর্শন করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে ওনার ১৫০-টিরও বেশি গবেষণাপত্র, পুস্তক, পুস্তক পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ সেন ছিলেন একজন কর্মবীর। যিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কর্মে নিয়োজিত ছিলেন বিভিন্ন ধরনের শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে এবং এই মর্মে আগামী কৃষি গবেষকদের মধ্যে একটি উজ্জ্বল আলকবরিকা হিসাবে চির বিরাজমান থাকবেন।



আমার শহর গড়িয়ার পক্ষ থেকে পড়ার বই পেল দিয়ালি



নিজস্ব প্রতিবেদক : আমার শহর গড়িয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গড়িয়ার বোড়াল নিবাসী আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সদস্য দ্বাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী দিয়ালি দাসের হাতে বিজ্ঞান বিভাগের বই তুলে দেওয়া হল গত ১৬ এপ্রিল। যথেষ্ট সম্ভবনাময় হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক কারণে তার পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটছিল। ট্রাস্টের অন্যতম সদস্য শিক্ষক সুমন চক্রবর্তী তাঁর টিউটোরিয়ালে দিয়ালিকে নিখরচায় পড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাথে তার যাবতীয় ইংরেজি বিষয়ক বইপত্র কিনে দেওয়ার কথাও জানানেন। তাঁদের অন্যতম সদস্য সোমা ধারার কন্যা নেহা দিয়ালির আগামী দিনের পড়াশোনার জন্য যাবতীয় কলম কিনে দেওয়ার দায়িত্ব নিল।

সরকারি মদতে ভুয়ো জাতি শংসাপত্র

সাগির হোসেন : বামপন্থীরা একাধিকবার অভিযোগ করেছিলেন। একাধিক সংগঠন। মুখ্যমন্ত্রীর সামনে অভিযোগ করেছিল মন্ত্রীও। মমতা ব্যানার্জি বিশেষ পাত্র দেননি। কিন্তু এখনও সরকারের নির্দেশ জানাচ্ছে অভিযোগ সত্যি। গত কয়েক বছরে রাজ্যে অনেক জাতিগত শংসাপত্র বিলি হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এত ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন, মানুষের অভিযোগের মাত্রাও তাতে বোঝা যাচ্ছে। লাগাতার বিভিন্ন জেলার মানুষ ভুয়ো শংসাপত্র দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন। এখনো তারই একাংশ বাতিল হচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক।

এই ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র দেওয়ার ক্ষেত্রেও তৃণমূলের নেতারা জেলায় জেলায় ঘুর নিয়েছেন, এমন অভিযোগ উঠেছে ইতিমধ্যেই।

আপাতত তার কিছু বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। কেন বাতিল করা হচ্ছে পাশে লেখা রয়েছে কারণ—‘রংলি অ্যাপ্রভ’। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে এই রংলি প্রকল্পে অর্থাৎ অন্যায় ভাবে অনুমোদিত শংসাপত্রগুলির একাংশ দেওয়া হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ‘দুয়ারে সরকার’ ক্যাম্প থেকে ২০২০-তে ওই শিবির থেকে জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়। ২০২১-এও তা ছিল। ২০২২-এও পঞ্চায়েতের কাজকে অগ্রাহ্য করা ওই শিবির থেকে এসসিএসটি ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে। চলতি বছরে সরকারের বিরাট বিজ্ঞাপনও জানাচ্ছে তা এবারেও জারি আছে। রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, প্রথম

▶ পৃঃ ১-এর পর

রামনবমী

পরিকল্পনার যথাযথ প্রতিরোধে সার্বিক ব্যর্থতার দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের। এমন সম্ভাবনা সম্পর্কে তাদের কাছে সতর্কবার্তা ছিল না এমন নয়। হাওড়ার শিবপুরে গতবছরেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

তৃণমূল-বিজেপি উভয়েই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুই দলের বাইনারি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সেই উদ্দেশ্যেই তারা মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন কয়েম করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে সিপিআই(এম) ও বামফ্রন্টের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিদিন রাজ্যের সাধারণ মানুষ দুর্নীতিপরায়ণ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন। একে প্রতিহত করতেই রাজনীতির নামে এমন নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিহারে সাসারাম ও বিহার শরীফ এলাকায় বিভিন্ন মসজিদ, মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘুরা বসবাস করেন এমনসব এলাকায় দোকান-বাজারে লুট চালানো হয়েছে, ঘরবাড়ি-স্কুটার ইত্যাদিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবচাইতে জঘন্য ঘটনাটি ঘটেছে মাদ্রাসা-এ-আজিজিয়া তে। এই মাদ্রাসাটি বিহারের সুপ্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। মাদ্রাসায় আগুন লাগিয়ে প্রায় সাড়ে চার হাজার বই ও হাতে লেখা দুস্প্রাপ্য পুঁথিপত্র জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিহারে নীতিশ কুমারের সরকার নিজেদের সম্পর্কে আত্মতুষ্টির কারণে সম্ভাব্য বিপদের প্রতি অমনোযোগী থাকায় উপযুক্ত বন্দোবস্ত নেয়নি। নীতিশ কুমার ও জেডি(ইউ) দল যবে থেকে মহাগঠবন্ধনে ফেরত এসেছেন তখন থেকেই বিজেপি সে রাজ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে বিজেপি বিহারে নিজেদের হারানো জমি ফেরত পেতে চাইছে। সম্প্রতি সারণ এলাকায় গণপিটুনিতে এক মুসলমান যুবকের মৃত্যু ঘটে। সেই ঘটনাই আসন্ন বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উস্কানিমূলক প্ররোচনার ঘটনাকে এড়াতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিহারে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মহাগঠবন্ধন সরকার এখনও অবধি কড়া মনোভাব রেখেই চলেছে, আগামীদিনে এধরণের পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিহার সরকারের আরও দ্রুত ও যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের মত প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা অবশ্য বিহারে নেই।

সম্প্রতি বিহারে থাকাকালীন অমিত শাহ ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটবে না। দাঙ্গাকারীদের উল্টো করে বুলিয়ে দেওয়া হবে বলেও তিনি ঈশ্বরীয়ারি দেন- আসলে ঐ কথা বলে তিনি দাঙ্গাকারী মানেই মুসলমান বোঝাতে চেয়েছেন, তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে চেয়েছেন।

রামনবমী, গনেশ চতুর্থীর মতো ধর্মীয় উৎসবের দিবসগুলিকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলছে, একই উদ্দেশ্যে আজকাল হনুমান জয়ন্তীকেও বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে প্রচারের আলায়ে সামনে আনা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মেরুক্রণ প্রতিষ্ঠা ও হিংসাশ্রয়ী দাঙ্গা সংগঠিত করাই এসবের উদ্দেশ্য। দেশজুড়ে এমন উগ্র সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উভয় পথেই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক অ-বিজেপি রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নির্ধারণ করেই সামনে এগোতে হবে।

SOLUTION

Are you looking for best tutor

Do call now : 9804215769

ICSE - CBSE

মঙ্গলশোভাযাত্রা— সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ

কমলিকা ঘোষ : ২০১৭ সালে গাঙ্গুলিবাগান থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর পর্যন্ত যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল পরের বছর থেকেই তা যেন রিলে রেসের মত এগিয়ে গেল ঢাকুরিয়া পর্যন্ত। আরও একটি মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হল গড়ফা থেকে ঢাকুরিয়া ব্রিজ। এ বছর দেখা গেল তিনটি মঙ্গল শোভাযাত্রা। গাঙ্গুলিবাগান থেকে সুকান্ত সেতু, সুকান্ত সেতু থেকে সূর্য সেন মঞ্চ ভাবনাটা অবশ্যই ওপারের প্রতিবেশীদের। কিন্তু সুস্থ দৃষ্টান্ত



এর পর পৃঃ ৫ ▶

এর পর পৃঃ ৩ ▶

সেনাদের লাশ বানানো অভিনেতার আওয়াজ ছিল হাউ ইজ দ্য জোশ?

প্রিয়ম বসু : ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের নিরাপত্তা কর্মীদের বহনকারী একটি গাড়ি জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার লেখোপোড়া অতিক্রমকালে জম্মু শ্রীনগর জাতীয় সড়কে একটি বাহন-বাহিত আত্মঘাতী বোমা হামলার শিকার হয়। এই হামলার ফলে ৪০ জন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের কর্মী এবং আক্রমণকারী মারা গিয়েছিলেন।

সমাজে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে, যা জনমানসে গভীর প্রভাব ফেলে যায়। পুলওয়ামার ঘটনাও তেমনই এক অধ্যায়। একটা বিস্ফোরণে ৪২ জন জওয়ানের মৃত্যুর অভিঘাতে ‘বদলা চাই’-এর আওয়াজটা সজোরে শোনা যাচ্ছিল চারিদিকে। টিভি, সোস্যাল মিডিয়াজুড়ে তখন যোভাবেই হোক বদলা নেওয়ার হুঙ্কার।

আমরা কিছুজন যারা, প্রায় সবসময়ই সবদিক থেকে সংখ্যালঘু, স্রোতের বিপরীতে দাঁড়িয়ে সেসময়ও একটা প্রশ্নকে উত্থাপন করার চেষ্টা করেছিলাম - ‘এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে পারল কি করে? এর দায় কাদের?’ কিন্তু সেদিকে কান ছিল না কারোর। বরং এধরনের ‘দেশ বিরোধী’ প্রশ্নের জন্য বহু বন্ধুও পাকিস্তান চলে যাওয়ার জন্য নিদান দিয়েছিল। যাই হোক, তার কিছুদিন পরই নায়কোচিতভাবে সামনে এল সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। ‘বদলা’ হল। দেশপ্রেমের কলিজা শান্ত হল। সিনেমাও তৈরী হয়ে গেল। দেশপ্রেম জড়িয়ে গেল ‘how is the josh’ সংলাপে।

কিন্তু আজ এতদিন পর এসব লিখছি কেন! লিখছি কারণ গত পরশু একটা ইন্টারভিউ সামনে এসেছে। ইন্টারভিউটা সত্যপাল মালিকের। সেই সত্যপাল, যিনি পুলওয়ামা হামলার সময় জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ছিলেন। শুধু জম্মু ও কাশ্মীর নয়, পরবর্তীতে গোয়া, মেঘালয় সহ চারটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে নিযুক্ত রাজ্যপাল থেকেছেন তিনি।

প্রশ্ন হল, কী আছে ইন্টারভিউতে? সত্যপাল বলেছেন, ‘২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি হামলার সময় মোদী ছিলেন করবেট ন্যাশনাল পার্কে। একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানের জন্য শুটিং করছিলেন। সেখানে ফোন ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শুটিং সেরে বেরিয়ে একটি ধাবা থেকে তাঁকে ফোন করেন।’ সে সময় সত্যপাল তাঁকে জানান, ‘কনভয়ে নিরাপত্তার খামতি ছিল। সিআরপিএফ বিমানে করে জওয়ানদের নিয়ে যেতে চাইলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তা খারিজ করে দেয়। ৩০০ কেজি আরডিএক্স ভর্তি গাড়ি ১০-১২ দিন ধরে কাশ্মীরে ঘুরে বেড়ালেও তা ধরা পড়েনি। সেই গাড়িই সিআরপি জওয়ানদের বাসে এসে থানকা মারে। কনভয় যাওয়ার সময় হাইওয়েতে ওঠার ছোট রাস্তাগুলোও বন্ধ করা হয়নি। অথচ জইশ-হামলার আশঙ্কা ছিল।’ সত্যপাল বলেছেন, তিনি এই ‘গাফিলতি’-র কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানাতে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে মুখ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন! এবং বলেন, ‘তুমি আভি চুপ রাহো।’ ইয়ে কুছ অউর চিজ হ্যায়।’ কিন্তু সেই ‘অউর চিজ’ কী তার কোন ব্যাখ্যা দেননি প্রধানমন্ত্রী। সত্যপাল জানিয়েছেন, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ দেখে তিনি বুঝে যান ‘কী ভাবে হামলা হল, তার শিকড়ে না গিয়ে একে অন্য কিছুর জন্য কাজে লাগানো হবে।’

একথা বলাই যায় যে, সত্যপালের ভাষা যদি সত্য হয় তবে, আমাদের সেনাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী যারা, তাদেরকে আডাল করা হয়েছে। এবং মূল প্রশ্ন থেকে নজর ঘোরাতে দেশপ্রেমের জিগির তোলা হয়েছে। সারাদেশে এই জিগিরকে ছড়িয়ে দিতে মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই গোটা কাজটা হয়েছে সরকারের একেবারে শীর্ষস্তর থেকে।

দেখার বিষয় হল, সেসময়ে বুঝে বা না বুঝে দেশপ্রেমের আবেগে টগবগিয়ে ফুটলেন যাঁরা, আজ সত্যপালের বক্তব্য নিয়ে তাঁদের অবস্থান কী? ভবিষ্যৎ-এ কাউকে ‘দেশ বিরোধী’, ‘পাকিস্তান যাও’ ইত্যাদি বলার

এর পর পৃঃ ৫ ▶

▶ পৃঃ ২-এর পর

ভুয়ো জাতি শংসাপত্র

বছরই অর্থাৎ ২০২০-তে দুয়ারে সরকার শিবির থেকে মোট ২২ লক্ষ ১০ হাজারের বেশি জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেই তিন লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি জাতিগত শংসাপত্র বিলি করা হয়েছিল। উত্তর দিনাজপুরের স্থান ছিল তারপরই। এই জেলায় প্রায় ১,৯৬,০০০ জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল। রায়গঞ্জ মহকুমা শাসকের এক নির্দেশেই সম্প্রতি রায়গঞ্জ মহকুমার ৮৩ টি জাতিগত সংসদর বাতিল হয়েছে। এই শংসাপত্রগুলি ২০২০, ২০২১ এ দেওয়া।

২০২১-এর ২৩ আগস্ট নবাবের সভা ঘরে আদিবাসী উন্নয়ন উপদেষ্টা পর্যদের সভায় ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র বিলি নিয়ে অভিযোগ তোলেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাসদা। মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই তিনি অভিযোগ তোলেন ‘আদিবাসী নন এমন লোকেরাও জাতিগত শংসাপত্র হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। ভুল শংসাপত্র নিয়ে তারা সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন।’

সরকারি চাকরি পর্যন্ত করেছেন ভুয়ো শংসাপত্র হাতিয়ে। তবে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরকে এই বিষয়ে অবলম্বে পদক্ষেপ নেওয়ার কোন নির্দেশ সেদিন মুখ্যমন্ত্রী দেননি।

কিন্তু বনমন্ত্রী বীরবাহা হাসদা যে জেলা থেকে বিধায়ক হয়েছেন, সেই ঝাড়গ্রামেও ভুয়ো শংসাপত্র বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। সেখানেও সম্প্রতি একদিনে ১৯৯ জনের জাতিগত শংসাপত্র বাতিল করেছে রাজ্য সরকার। তালিকায় লেখা যাচ্ছে ২০১৮ র ডিসেম্বর থেকে ২০২১-এর জানুয়ারির মধ্যে ওই শংসাপত্রগুলি দেওয়া হয়েছিল। শুধু এই দুটি জেলাতেই নয়, আরো কয়েকটি জেলার ক্ষেত্রেও জাতিগত শংসাপত্র বাতিলের পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন।



মোবাইল রিপেয়ারিং

Pulse Oximeter

রিপেয়ারিং করা হয়

call :- 8240851802



**রামচন্দ্রপুর লোলার্ক সোশ্যাল
ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন**

পথশিণ্ড ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যার্থে স্বচ্ছসেবী মানবিক সংস্থা
অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের
বিনা পারিশ্রমিকে পড়াশোনা, আঁকা, গান, নৃত্য, নাটক,
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা শেখাতে আগ্রহী সমাজ পরিবর্তনের
শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

ফোন : 79805 21794

পিপলস রিলিফ কমিটির বৃদ্ধাবাস

মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে বসবাস,চিকিৎসা
এবং পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন

২৪২ বিধানপল্লী গড়িয়া কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

মোবাইল -৮২৭২৯৮৪৩৬৫

নাট্য পরিচালক নিরুপম ভট্টাচার্য আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাণাঘাট সৃজক নাট্যদলের পরিচালক ও অভিনেতা নিরুপম ভট্টাচার্যকে তাঁর বাড়িতে গিয়ে হুমকি ও নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে।

প্রতিবাদী বামপন্থী কবি ভারভারা রাওয়ের রচনা অব-লম্বনে ‘কসাই’ নাটকে হাথরস থেকে হাঁসখালি অবধি বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনার ছায়া দেখতে পেয়ে রুষ্ঠ শাসকদলের স্থানীয় নেতা-নেত্রীরা সদলবলে গত ১০ এপ্রিল রাতে নিরুপম ভট্টাচার্যের বাড়িতে চড়াও হন এবং নাটক বন্ধ করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ। নিরুপমের অভিযোগ বিনপাড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য দেবশিস কাহার স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী শিখা দে, তাঁর পুত্র শুভম দে, দেবরাজ মুখার্জি সহ প্রায় কুড়িজন তাঁদের বাড়িতে এসে তাঁকে ও তাঁর বৃদ্ধ বাবা মাকে গালিগালাজ দিয়ে থিয়েটার বন্ধ করতে বলে ও থিয়েটার স্পেস ‘ডাকঘর’ও তুলে দিতে বলা হয়। নিরুপম আরও অভিযোগ করেছেন, আক্রমণকারীরা তাঁর বাবা মা-র কাছে নাট্যকর্মী পুত্রকে মানসিক চিকিৎসাকেদ্রে পাঠানো অথবা মেরে ফেলার মধ্যে কোন একটি বেছে নিতে বলেছে। পরের দিন নিরুপম ভট্টাচার্য পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলে থানায় চারবার লিখিত বয়ান বদল করিয়েও অভিযোগের জেনারেল ডায়েরি বা এফআইআর গ্রহণ করা হয়নি।

অনেকেই মনে করছেন গত ৮ এপ্রিল কৃষকসভার নদীয়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে কালীনারায়ণপুরে ‘আমি মদন বলছি’ নাটকটি অভিনয় করার জন্যই নিরুপম ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেসের বিরূপ দৃষ্টিতে পড়েছেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন নাট্যব্যক্তিত্ব তীর্থঙ্কর চন্দ্র, কৌশিক সেন, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, ঋদ্ধি সেন সহ অনেকেই।

▶ পৃঃ ১-এর পর

রাহুলের হাতে

আপত্তিজনক। বিচারক মোগেরার মতে, ‘রাহুল একজন প্রথমসারির রাজনীতিক। তিনি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলটির সভাপতি ছিলেন। বিতর্কিত মন্তব্য করার সময় ওই পদে থাকার পাশাপাশি লোক- সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর মতো মানুষের শব্দচয়নে আরও সতর্ক হওয়া দরকার ছিল।’ বিচারক মোগেরা নির্দেশে আরও লিখেছেন, ‘এমন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ব্যক্তি কোনও পদবি ধরে আপত্তিকর মন্তব্য করলে সেটা আরও বেশি অসম্মান এবং মানসিক পীড়ার কারণ হয়।’

প্রসঙ্গত, ২০১৯-এর লোক- সভা ভোটের প্রচারে কনটিকের কোলারের সভায় রাহুল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শিল্পপতি নীরব মোদী প্রমুখের নাম করে বলেন, দেখা যাচ্ছে যারাই চুরি করেছে তাদের পদবি মোদী। রাহুলের ওই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সুরাতের আদালতে মামলা করেন গুজরাতের বিজেপি নেতা পূর্ণেশ মোদী। সেই মামলায় ২৩ মার্চ আদালত রাহুলকে দু বছর কারাবাসের সাজা দিয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুযায়ী দু বছর কারাবাসের সাজা হলে কেউ সাংসদ, বিধায়ক পদে থাকতে পারবেন না। রাহুলের সাংসদ পদ তাই পরদিনই খারিজ হয়ে গিয়েছে।

SEATON AQUA

ISO 9001 -2015

FSSAI Licensed

Brahmapur Balak Sangha

Kolkata -700096

Mobile : 98040 00968

আজ শুক্রবার

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক অধিকার—এ দেশের মানুষের জন্য এই শব্দযুগল আজ এক চরম অপমানের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, এথেন্স নিবাসী, ক্লিস্থেনিস নামক এক প্রশাসনিক আইনজ্ঞ বললেন ডেমোক্রেশিয়া’র কথা। দেশের মানুষ তাদের ইচ্ছানুযায়ী, সরকারের কাজকর্মের জন্য নিজেরাই প্রশাসন আধিকারিক বাছাই করতে পারবে। মুহূর্তে এক আমূল-পরিবর্তন ঘটল সমাজে। সময়ের সাথে পা ফেলে বদল এল ডেমোক্রেশিয়ার আকার-প্রকারে। আরও উন্নত হল তার স্বরূপ। আমরা যাকে ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র বলি। কিন্তু এমন নয়ত, যে, ক্লিস্থেনিস সাহেব নিজেই আজ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করছেন কারন তিনি নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবেননি যে তার চিন্তার এক অভূতপূর্ব ফসল বহুযুগ পরে কোনও এক আপাতসভ্য সমাজে ধর্ষিত হবে - দুশ্চিন্তার কারণ হবে। কারণ, মানুষের অধিকার আজ উপেক্ষিত আর খর্বিত।

গণতান্ত্রিক এক রাষ্ট্রে অধিকার কাকে বলে সেটাই যখন মানুষ ভুলতে বসে; যখন সেই অধিকার শব্দটি চরম ভয়ের কারণ হয়ে ওঠে, তখন সে রাষ্ট্রের তলিয়ে যাওয়া কেউ ঠেকাতে পারে না।

গণতন্ত্রের ওপর খবরদারী হতে দেখছি সময়ে সময়ে বহুবার। বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন রাজনৈতিক যুগে, বিভিন্ন কারণে - কখনও সে অধিকার খর্ব হয়েছে ‘গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে’ সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে, কখনও সেটা হয়েছে নির্ভিক কোনও কণ্ঠকে রোধ করে এবং প্রায় সব সময়েই দুর্ভাগ্যজনকভাবে গণতন্ত্রের প্রধান হাতিয়ার - মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়ে।

আজ জানলাম, বিশেষ কোনও দলকে জনসাধারণ ভোট না দিলে, সেই দলের নেতৃত্বের, জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে যে তারা ভোট না দিয়ে পাপ করেছে। আর সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন।

ইলেকশনের মুখে যে নেতা ভিক্ষুকের মতন করজোড়ে ভোটভিক্ষা করত আজ সে রীতিমতো হুমকি দিয়েই তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে। গণতন্ত্র আজ এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এটা আমাদের গণতান্ত্রিক দুর্ভাগ্য!

গণতন্ত্রের আরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে পাই এক নাট্যকারের হত্যার কাহিনী - ঘটনাচক্রে গত সপ্তাহেই তাঁর জন্মদিন পালন করেছে গণতান্ত্রিক এক দেশ। যে দেশে সে অধিকার পায়নি তার অভিমত প্রকাশের।

গণতন্ত্র আজ পায়ের সেই লম্বা শিকলটার মতন যা পরা অবস্থায় খানিক আশেপাশে হাঁটাচলা করা যায় কিন্তু কিছুদূর গেলেই পায়ে হাঁচকা টান পড়ে - জানিয়ে দেয় সীমা কন্দূর।

১১ বছরের ছেলেকে ধর্মীয় স্লোগান বলতে বাধ্য করল নাবালক!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ বছরের ছেলেকে প্রবল মারধর করে, জামাকাপড় খুলিয়ে, ধর্মীয় স্লোগান বলতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠল মধ্যপ্রদেশের ইনদোরে। এই ঘটনার ভিডিও করেছে অভিযুক্ত। ঘটনাচক্রে সে নিজেও নাবালক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়, তদন্ত করেছে পুলিশ। ছেলেটির বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগেও মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, ইনদোরের নিপানিয়া এলাকায় ঘটা এই ঘটনায় আক্রান্ত ছেলেটি জানিয়েছে, সে সেখানে এমনিই খেলছিল। হঠাৎই এক দাদা (অভিযুক্ত নাবালক) এসে তাকে বলে, কাছেই এক জায়গায় খুব কম

এর পর পৃঃ ৫ ▶

‘বাঙালির বাচ্চাদের রক্তের তেজে’র স্মৃতি মনে পড়ে?

জয়দীপ সরকার

তখন ভরপুর বাম আমল।

তখনও সফু রাস্তা, তবে খন্দহীন এবং তোলার টোলহীন। তখন বাস চলত ঘণ্টায় ২০ কিমি বেগে। সরকারি বাস ২৫ কিমি। তখন সরকারি অফিস আমলার জিপ গাড়ি। ডিএম সাহেবের সাদা ট্যাক্সি। তখন বিরোধীরা বেঁচে খবরের কাগজে।

তখন ধর্ম মানে প্রতি বাড়ির ঠাকুরঘরে। তখন বীরভূমের সদর সিউড়ি আসতে একদল বাসে চড়ত আর বেশিরভাগটাই অভ্যালের ট্রেনে চড়ে আসত। তখন সিউড়ি মানে নাটকের শহর। কত না গ্রুপ থিয়েটার।

সিউড়ি মানে জেলা স্কুলের নজরকাড়া পরীক্ষার ফল। খেলা মানে ইরিগেশনের মাঠ। তখন সিউড়ি মানে কংগ্রেস, কংগ্রেস মানে সোনা দা, সোনা দা মানে সুনীতি চট্টরাজ।

সিউড়িতে পুরোনো সার্কিট হাউসকে সাজানো চলছে, একসময় সাঁওতাল বিদ্রোহীদের বিচারালয়কে সাঁওতাল বিদ্রোহের স্মারক দিয়ে সাজাচ্ছেন অরুণ চৌধুরী, তপন রায়-রা।

সিউড়িতে জেলা প্রশাসনের মুখ মানে ব্রজ মুখার্জি। বিরোধীরাও তার কাছে তার ঘরে ঢুকে পড়ে এটা-ওটা চাহিদা ধমক সব খেয়ে ছোলা মুড়ি আর লাল চা খেয়ে ফিরে বলত, ‘লোকটো কাজের লোক বটে।’

সেই সময় সিউড়িটা যেন পুরুলিয়া। অবিন্যস্ত শহর। তখন মাদ্রাসা মোড়ে একটা পানাবী হোটেল, আর রাস্তার ওপর একটা পেট কেমন করা হোটেল। জেলা শাসকের অফিসের সামনে এক মিষ্টির দোকান। সিপিএমের মিছিল দেখলে রাগে মালিক গরম জল ছুড়তেন, সেই আমলেও। তবে পাল্টা ঢিল আসত না।

তখন সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডও শুনশান, কয়েকটা সরকারি বাস। কয়েকটা মোরঝার দোকান, অল্প কিছু ভাড়ার গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে।

তখন জেলা পরিষদের ব্যাট ধরেছেন ব্রজ মুখার্জি আর মাষ্টারমশাই রঞ্জিত দত্ত। যার রসবোধ এবং পাণ্ডিত্য দেখে কলকাতা থেকে খবর করতে আসা প্রথম শ্রেণীর এক নামজাদা লেখক হতবাক হয়ে কয়দিন থেকেই গেলেন।

সেই বীরভূমে শুরু হল বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ নির্মাণের কাজ। সিউড়ি চাঁদমারি মাঠে সভায় উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন শান্তিদেব ঘোষ। মঞ্চে জ্যোতি বসু, বিনয় চৌধুরী, প্রবীর সেনগুপ্ত, শ্যামল চক্রবর্তীরা।

সদাইপুরের মাঠে হল শিলান্যাস। এখন যা কার্যত পরিকল্পিত ভাবে আড়াল করা হয়েছে।

সভা শেষে জ্যোতি বসু বললেন, ‘ব্রজ বাবু দায়িত্বটা বিরাট, আপনারা অনেক কিছু করতে পেরেছেন এবারেও জিততে হবে, সবাই তাকিয়ে আছে আপনারদের দিকে।’ ব্রজ মুখার্জি হাসেন, ভাববেন না আজ থেকেই কাজ শুরু। এরপর ছবিটা বদলাতে থাকল।

রাজ্য জুড়ে এসএফআই, ডিওয়াইএফআই-এর রক্তদান আর স্বেচ্ছাশ্রম এক আবেগ ছড়ালো। কলকাতা সহ হরেক জেলা থেকে বাসে করে আসছেন ছাত্র যুবরা। তাদের কি কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন ব্রজ মুখার্জি। অনভিজ্ঞ তারা মাটি কাটত। শুরু হল পাঁচিল তৈরী দিয়ে। কেউ কোদালে মাটি কাটছে কেউ সে মাটি দূরে নিয়ে ফেলছে। একদল ঘাস জঙ্গল পরিষ্কার করছে। রোজ কয়েকশ স্বেচ্ছাসেবক আসছেন আর কাজ করছেন। অফিসের জরুরি কাজ সেরেই টিম ব্রজ মুখার্জি বক্রেশ্বরের মাঠে। সেখানে দলের নেতা মহঃ সেলিম, সাধন ঘোষরা কর্মীদের সাথে মিশে আছেন। দিনভর কাজ। জেলাপরিষদ একটা টিউবয়েল করে দিল, সনীব সমাদ্দার জেলা পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার পড়ে থাকলেন মাঠে। রাতদিন কাজ। এত এত কাজ। কত কত বরাত। কাটমানির প্রশ্ন নেই। এত মানুষ কাজ করছে খাবার জল নেই। কাছে পিঠে দোকান নেই। সেই মুড়োর মাঠ না হলে চিনপাই যেতে হত কিছু কিনতে। স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ দেখে হতবাক লাগোয়া গ্রামের মানুষরা। তারা নিজেরাও হাত লাগালেন।

কেউ এনে দিলেন শশা, কেউ মুড়ি এভাবে চলতে চলতে শুরু হল পাঁচিল তৈরীর কাজ। ভরদুপুরে ঠাঠা রোদ্দুর সাইকেল নিয়ে দূর ড্যাম এলাকা থেকে ফিরলেন প্রবীর সেনগুপ্ত। তিনি বিদ্যুৎমন্ত্রী। সাফারি পড়া কানে টকব্যাক হাতে মেশিনগান নেওয়া সিকিউরিটি নেই, হুটার বাজানো পুলিশ জীপ নেই। হয়তো রাত কাটাতে ব্রজ মুখার্জির সাথে সিউড়ি জেলা পরিষদের বাংলো। সকাল হতেই কাজ। এভাবেই একটা একটা করে ইট জুড়ে গড়ে উঠলো প্রশাসনিক ভবন। শুরু হয়ে গেল প্রযুক্তির কাজ। গড়ে উঠলো উপনগরী। এলেন সুভাষ পাখিরা সহ একদল উদ্যমী কর্মী। পরবর্তী কালে মন্ত্রী শঙ্কর সেন এলেন, এলেন প্রশান্ত নন্দী চৌধুরীরা। প্রযুক্তিবিদরা দল বেঁধে এলেন জাপান থেকে। শুরু হল একের পর এক নির্মাণ। দেশের সব নামজাদা সংস্থা ভেল, লার্সেন টুরো, সিমেন্স, অ্যাকনস—কে নেই সেখানে। একের পর এক সংস্থা কাজ শুরু করলেন। তারা থাকতে শুরু করলেন সিউড়িতে। বদলে গেল রুখা সিউড়ি।

অল্প বামবিরোধী সুবিধাবাদী রাজনীতির বা ধাক্কার পীঠস্থান যেখানে নেতারা বলতেন বক্রেশ্বর হলে তাদের হাতের তালুতে চুল গজাবে তারাই বক্রেশ্বর প্রকল্পে গাড়ি ভাড়ার ব্যাবসা দিয়ে পা রাখা শুরু করলেন। সিউড়ি ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে গোটা শহর নতুন ভাড়াটিয়া নতুন বিনিয়োগ গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। বলা চলে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রর দৌলতে মৃতপ্রায় সিউড়ি শহর নতুন যৌবন ফিরে পেল।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় পানাগড় মোরগ্রাম জাতীয় সড়ক গড়লেন। রেলপথের শোচনীয় হাল কাটাতে সাংসদ রামচন্দ্র ডোম রেলের সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান বাসুদেব আচারিয়া আর রেলের অধিকারিকদের এনে সিউড়ির সমস্ত অংশের প্রতিনিধিদের সাথে সরাসরি আলোচনা করালেন। রেলের উন্নয়ন নিয়ে এমন আলোচনা সিউড়ির ইতিহাসে আর নেই। বলা চলে সবটাই বক্রেশ্বরকে সামনে রেখে হল।

একের পর এক ইউনিট একের পর এক বিজয়। যে দিল্লী বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ নির্মানের অনুমোদনই দেয়নি সেই দিল্লীতে উদ্ভূত বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করল বক্রেশ্বর। তিনটে ইউনিট পুরোদমে, গোছানো সংসার তখন সরকার বদল হল।

এরপর জ্যোতিবাবুর উদ্বোধন করা ফলক ঢেকে গেছে আগাছায়। অনেক চাপের মাঝেও অনড় থেকে বক্রেশ্বরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন কর্মীরা। আজ দেশের সেরা হয়েছে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ, কিন্তু প্রশ্ন থেকেই গেছে।

এতবড় প্রকল্পের উদ্বোধন যেভাবে তড়িঘড়ি করে সেরে ফেলা হয়েছিল তা ছিল হতাশাজনক। ব্রজ মুখার্জিরা বলেন সে বাজারে কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক সাশ্রয় হয়েছিল স্বেচ্ছাশ্রমে। এত রক্তদান, সম্পত্তি দান এসবে তো প্রকল্প পুরো হওয়ার গল্প নেই তবে এই দান সহায়ক শক্তি হয়েছিল। অনেকে আত্মত্যাগ, অনেক আবেগ স্বপ্ন শ্রম সব মিলেই বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। যে রাত্রে প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন পরীক্ষা মূলক ভাবে শুরু হল সেদিন কর্মীরা আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। তাদের সাথে আবেগে মিশেছিলেন জাপানের প্রযুক্তিবিদরা।

এতবড় প্রকল্প। বীরভূমের বৃকে প্রথম এত বড় চিমনী। এত মানুষের কাজ। কটা সিপিএম চিরকুটে কাজ পেয়েছে এখানে? অনেক আবেদন আসত। পরিচালকরা বলতেন এটা চেয়ারে কলম চালানোর চাকরি নয় যোগ্যতা মেধার পরীক্ষায় সফল হয়ে তবেই এসো। এখন ভাবুন এ জমানায় যদি এমন অসম্ভব হত!

তখন যারা বলতেন ওটা কি করেছে সিপিএম? ওটা তো জাপানের টাকায় তৈরী। চিন-জাপান সব সিপিএম ওরা ব্যাবসা করতে এটা করেছে। এখন তারাই বলেন আমাদের দিদি বক্রেশ্বরটা করেছে বলেই লোডশেডিং নেই।

সত্যি ভাবতে তো দোষ নেই, তাই ভাবুন না তৃণমূল আমলে এমন

এর পর পৃঃ ৫ ▶

► পৃঃ ৪-এর পর

বাঙালির বাচ্চাদের রক্তের তেজ

শিল্প হল। দিদি গোটা বলিউড টলিউড এনে পেয়ার কা ঝটকা জোরসে লাগা এক মাস ধরে করালেন। কাগজে টিভিতে তার মুখের বিজ্ঞাপন ছ'মাস। আর তার সাথে ময়দানে কত কত সমাজসেবী।

এখানে চাকরি দেব বলে ১৫ লাখ কতজন নিতেন? এখানে সমাজসেবী কুস্তল-শান্তনু কতজন থাকতেন? তারা ছিলেন না তাই বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ হয়েছিল। তারা থাকলে কি হত জানেন? বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তারক্ষীরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভেতর থেকে লোহার পাত পাচার করার চক্র ধরে ফেলেছিল ২০০৯ সালে। পুলিশ তদন্ত করে তার মাথাকেও ধরে। এরপর সে চুরি স্বীকার করে। তার জেল হয়। ২০১১ সালের পর সেই জেলফেরত চোর হয়ে যান তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। তিনি হয়তো এবার বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ নির্মাণের বিষয়ে কিছু গভীর ভারী বক্তব্য শোনাবেন জাতির উদ্দেশ্যে। তৃণমূল ক্ষমতায় তাই এখানে এখনও চাপ আছে। এখানে এখনও দখল করে নেওয়ার হুমকি আছে। প্রশাসনিক অচলায়তনের ছায়া চিম্নীর গায়ে পড়ছে। তবুও তো সেরা। যার প্রতিটি ভিত জুড়ে বাঙালী বাচ্চাদের আবেগ স্বপ্ন ভালোবাসা ভরা তারা বক্রেশ্বর দেশের সেরা শুনে গোপনে আনন্দ পেতেই পারেন।

► পৃঃ ৩-এর পর

হাউ ইজ দ্য জোশ?

আগে কি দ্বিতীয়বার ভাববেন তাঁরা? সত্যপালের বয়ানের পর পুলওয়ামা বিস্ফোরণে জড়িত সকলের শাস্তির দাবিতে সরব হবেন কি তাঁরা? গোটা ঘটনার জন্য দায়ীদের আড়াল করল যারা তাদের শাস্তির জন্য আওয়াজ তুলবেন কি তাঁরা? চাইবেন কি আমাদের সেনাদের মৃত্যুর বিচার? প্রশ্নগুলো উঠুক। আর জোরালো হোক পুলওয়ামা বিস্ফোরণে জড়িত সকলের শাস্তির দাবি।

► পৃঃ ৪-এর পর

ধর্মীয় স্লোগান

দামে খেলনা বিক্রি হচ্ছে। খেলনা কেনার ছুতোয় তাকে মহালক্ষ্মীনগর এলাকায় নিয়ে যায়। অভিযোগ, সেখানে গিয়েই হঠাৎই অভিযুক্ত ওই নাবালক ছেলেটিকে জোর করতে থাকে কিছু ধর্মীয় স্লোগান বলার জন্য। সে বলতে না চাইলে তাকে জোর করা হয়, মারধর করা হয়, জামাকাপড়ও খুলে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

বাচ্চাটি জানিয়েছে, সে কোনওরকমে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে আসে বাড়িতে এবং পরিবারকে সব জানায়। এর পরেই পরিবার তাকে নিয়ে থানায় যায়, লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ, অপহরণ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার কথা জানাজানি হলে স্থানীয় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। এর মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঘটনাটির ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে সরব হন এলাকাবাসী। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনাটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো বন্ধ করার নির্দেশও দিয়েছে পুলিশ।



9674400789 / 9836650507

SCAN & PRINT

JOYISHMAN BHATTACHARJEE

RESIDENCE & OFFICE

19/M. D.P.P. ROAD, KOLKATA - 700047

mailtoscanprint2020@gmail.com

● Bengali & English Typing ● School / College Project

SPECIALIST IN BENGALI TYPING

PAN CARD (New / Correction)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

PH : 9875436004

email : aajshukrabar@gmail.com

► পৃঃ ২-এর পর

মঙ্গলশোভাযাত্রা

অবশ্যই অনুসরণযোগ্য। মঙ্গল শোভাযাত্রার ক্ষেত্রেও সেই সহজ কথাটাই খাটে। বাংলাদেশে স্বৈরশক্তির শাসনের অবসানের উদ্দেশ্যে জনমত গঠন করার জন্য ১৯৮৯ সালে সেখানকার চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ও লোকশিল্পের গবেষক তরুণ ঘোষের মত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির মুখোশ সহ লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সহ বাংলা নববর্ষের দিন যে আনন্দ শোভাযাত্রার আয়োজন করেন পরের বছর থেকেই তা মঙ্গল শোভাযাত্রায় রূপান্তরিত হয় ও শোভাযাত্রা বাড়তি গুরুত্ব ও তাৎপর্য পায়।

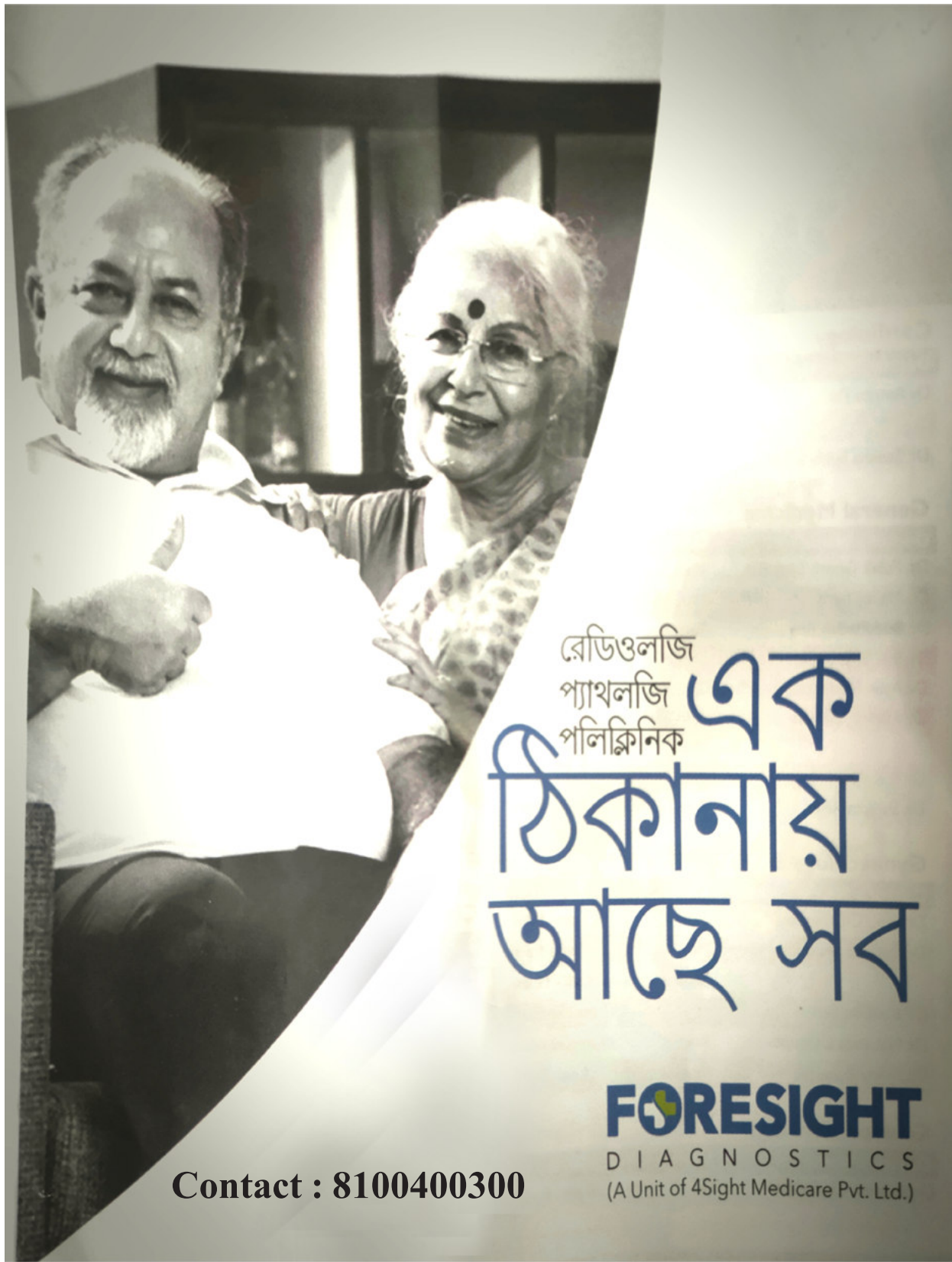
অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির একটা রূপ হল পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রা। তাই প্রতিটি অসাম্প্রদায়িক, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রগতিশীল মানুষের উচিত পয়লা বৈশাখের মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা।

লড়াই কিন্তু এক তরফা হচ্ছে না। এই কথাটা স্পষ্ট করা উচিত। মৌলবাদীরা যে চড়া সুরে মঙ্গল শোভাযাত্রা বন্ধের ফতোয়া দিচ্ছে প্রগতিশীল মানুষেরা ততই বুকে সাহস নিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রা সফল করার শপথ নিয়েছে। দুই বাংলাতেই চিত্র প্রায় এক।

আশির দশকের শেষ ভাগে বাংলাদেশে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম চালু করার প্রতিবাদে মঙ্গল শোভাযাত্রার যে পথ চলা শুরু হয়েছিল তা আজ বহমান নদী। বাংলার এই লোককৃষ্টির উৎসব মঙ্গল শোভাযাত্রাকে ইউনেস্কো ইতিমধ্যেই ‘অধরা বিশ্ব ঐতিহ্য’ বলে ঘোষণা করেছে। তারই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ মঙ্গল শোভাযাত্রা গবেষণা ও প্রসার কেন্দ্রে।

রামনবমীকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে উত্তেজনার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে যেতে হল তা আমাদের ভাবাচ্ছে।

হিন্দুত্ববাদীরা আমাদের ইতিহাসের ক্রমশ বিকৃতি ঘটানো চেষ্টা চলছে। এই বিকৃতির একটা চেষ্টা হল পয়লা বৈশাখের সঠিক ইতিহাসকে গুলিয়ে দেওয়া। হিন্দুত্ববাদীরা হঠাৎ করে বলতে শুরু করেছে যে বাংলা নববর্ষ শুরু করেছিলেন রাজা শশাঙ্ক। ইতিহাস কিন্তু তা বলে না। বাংলাদেশের কোনো ঐতিহাসিক তো সেটা বলেননি, নীহাররঞ্জন রায়, রমেশ মজুমদারদের মত এই দেশীয় ঐতিহাসিকদের বইতেও সেটার কোনো প্রমাণ নেই। গাঙ্গুলিবাগান থেকে শুরু হওয়া মঙ্গল শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন পার্কস্ট্রীটে খেলনা বেহালা বিক্রেতা শিল্পী রহমত আলি। এই মঙ্গল শোভাযাত্রার শিল্পকর্মে ছিল বাঘরোল (মেছো বেড়াল)-এর বিরাট শিল্পরূপ। এই বাঘরোল বাংলার রাজ্য প্রাণীর তকমা পেয়েছে। থাকছে একতারা হাতে বাউল। যে বাউল বাংলার প্রাণের সম্পদ।



রেডিওলজি
প্যাথলজি
পলিক্লিনিক

এক
ঠিকানায়
আছে সব

FORESIGHT
DIAGNOSTICS
(A Unit of 4Sight Medicare Pvt. Ltd.)

Contact : 8100400300

সংবিধান পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন আশ্বেদকর স্বয়ং!

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের সংবিধান। হাতে লেখা এত দীর্ঘ সংবিধান বিশ্বের আর কোনও দেশে নেই। দেশের মূল সংবিধান শুধু হাতে লেখাই হয়নি, এই সংবিধানের প্রতিটি পাতায় ছবি আঁকা রয়েছে, ছবির মার্জিনের শুধু মাঝের অংশটুকুকেই লেখা। দেশের সংবিধান রচয়িতার কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু যিনি পাতার পর পাতা এই সংবিধান হাতে লিখেছেন এবং যিনি সেই সব পাতায় ছবি আঁকেছেন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা বজায় রেখে, তাঁদের কথা আমরা কেউই সেভাবে স্মরণ করি না প্রজাতন্ত্র দিবসে।

ভারতের সংবিধান কার্যকর করা হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। তার আগের বছর ২৬ নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ করা হয়। তার ঠিক ২ দিন আগে এই সংবিধান রাখা হয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে, এখন যেটি সংসদের সেন্ট্রাল হল নামে পরিচিত। সেই ঘরে এই সংবিধানে সেই করেন কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির ২৮৪ জন সদস্য।

মূল সংবিধানটি হাতে লেখা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায়। কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির প্রত্যেক সদস্যই এই দুটি কপিভেই সেই করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় লেখা সংবিধানে ১ লক্ষ ১৭ হাজার ৩৬৯টি শব্দ লেখা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে মোট ৪৪৪টি ধারা। পৃথিবীর যে কোনও সার্বভৌম দেশের কথা ধরলে, ভারতের সংবিধানই দীর্ঘতম। মোট ২২টি অংশ বা পার্ট রয়েছে এই সংবিধানের, রয়েছে ১২টি তফসিল।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাতে লেখা সংবিধানের মধ্যেও ভারতের সংবিধানই দীর্ঘতম।

মূল সংবিধানটি হাতে লেখেন প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা। অসাধারণ সুন্দর হাতের লেখা ছিল তাঁর। সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই সংবিধানটি ফটোলিখো করে। সেই মুদ্রণ হয়েছিল দেবাদুনে। সংবিধান চিত্রিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় শান্তিনিকেতনকে। তাই অনেক পৃষ্ঠাতেই রয়েছে নন্দলাল বসু ও রামমনোহর সিংহের হাতে আঁকা ছবি।



হাতে লেখা মূল সংবিধানটি যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সে জন্য একটি বিশেষ আধার বা পাত্রে সেটিকে রাখা হয়েছে। পাত্রটি হিলিয়াম গ্যাসে পূর্ণ। হিলিয়াম শুধু হাল্কা নয়, নিষ্ক্রিয়ও বটে। যে পাত্রে সেটিকে রাখা হয়েছে সেটি সংসদ ভবনের আদলে তৈরি।

সংবিধানে ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক দেশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সংবিধানে।

১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর প্রথম বৈঠক হয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির। এই অ্যাসেম্বলির প্রথম প্রেসিডেন্ট (অ্যাসেম্বলির প্রথম অস্থায়ী চেয়ারম্যান) ছিলেন সচিদানন্দ সিংহ। খসড়া চূড়ান্ত করতে সময় লাগে ২ বছর ১১ মাস ১৮ দিন। প্রথম খসড়ায় মোটামুটি ভাবে ২০০০টি পরিবর্তন (অ্যামেন্ডমেন্ট) করা হয়েছিল। তারপরে এ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ২৬ নভেম্বর তারিখে তা চূড়ান্ত হয়। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি দেশে সংবিধান চালু হয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসেই ঠিক করা হয় যে, সারনাথে পাওয়া অশোকস্তম্ভের শীর্ষকে দেশের জাতীয় চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করা হবে। স্তম্ভটিতে চারটি এশীয় সিংহ রয়েছে,

প্রত্যেকের নীচে একটি করে চক্র ও দুটি চক্রের মাঝে একটি করে প্রাণী রয়েছে। যে দিকে ঘোড়া ও ঘাঁড় রয়েছে সেই দিকটি গ্রহণ করা হয়। মূল অশোকচক্রটি ছিল এর মাথায়, যদিও সেটি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। জাতীয় পতাকায় সেই চিহ্নটি রয়েছে। অশোক স্তম্ভের নীচে লেখা হয় মুগ্ধক উপনিষদের একটি শ্লোকের একাংশ — সত্যমেব জয়তে।

সংবিধান কার্যকর হওয়ার তিন বছর পরে ১৯৫৩ সালের ২ সেপ্টেম্বর সংবিধান পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন ভারতের সংবিধানের জনক বলে পরিচিত ভীমরাও আশ্বেদকর। রাজ্যসভায় তিনি বলেছিলেন, ‘আমার বন্ধুরা বলেন যে আমি সংবিধান রচনা করেছি। তবে আমি একথা বলার জন্য প্রস্তুত যে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে আমি এটিকে পুড়িয়ে ফেলতে চাই। আমি এটা চাই না। এটা কারোরই উপযুক্ত নয়। তবে সে যাই হোক যদি আমাদের দেশের মানুষ এটি নিয়ে চলতে চান তবে তাঁদের একথা ভুললে চলবে না যে এখানে সংখ্যাগুরুরা যেমন রয়েছেন তেমনই সংখ্যালঘুরাও রয়েছেন এবং ‘ওহ, না। তোমাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হল গণতন্ত্রের ক্ষতি করা’— একথা বলে তাঁরা সংখ্যালঘুদের অবহেলা করতে পারেন না। আমি বলব যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে সংখ্যালঘুদের আঘাত করলে। ভারতের সংবিধান মৌলিক নয়। বিভিন্ন দেশের সংবিধানের মূল ভাবের প্রতিচ্ছবি এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভাভূত্বের কথা নেওয়া হয়েছে ফ্রান্সের সংবিধান থেকে। ‘আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত’ শব্দবন্ধ নেওয়া হয়েছিল জাপানের সংবিধান থেকে। মৌলিক অধিকার ও জরুরি অবস্থার বিষয়টি জার্মানির (ওয়েমার রিপাবলিক) সংবিধান থেকে নেওয়া। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে ‘উই দ্য পিপল’ শব্দবন্ধ।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়: ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন থেকে সংবিধানের মূল কাঠামো খাড়া করা হয়েছে।

‘ভাগো নেহি দুনিয়াকো বদলো’

দেবমিতা চট্টোপাধ্যায় : একাধারে লেখক, সাহিত্যিক, দার্শনিক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এবং ভারতীয় ইতিহাসবিদদের মধ্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র—রাহুল সাংকৃত্যায়নের ১৩১তম জন্মদিন পেরিয়ে গেল গত ৯ এপ্রিল। তিনি যে কত বড় মাপের চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও লেখক ছিলেন তার বড় প্রমাণ হল তাঁর লেখা ‘ভোলগা থেকে গঙ্গা’ বইটি। ভোলগা থেকে গঙ্গা—রাহুল সাংকৃত্যায়নের অনবদ্য সৃষ্টি। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই গল্পগুলির অবতারণা করেছেন লেখক। তাত্ত্বিক দর্শন বোধ এর মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন এর প্রেক্ষাপট অসাধারণ সৃজনশীল দক্ষতায় লিপিবদ্ধ করেছেন। পরিবার থেকে গোষ্ঠী, গোষ্ঠী থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি।

প্রায় ছয় হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দকালে ভারতের সুদূর উত্তর পশ্চিমে দক্ষিণ-বাহিনী ভোলগার তীরে অরণ্যভূয়ারসমাচ্ছন্ন পরিবেশে যে মানবগোষ্ঠীর পদপাত শোনা গিয়েছিল, তাঁদেরই আবাস, জীবন, প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে এ মহাগ্রন্থের প্রথম দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। ক্রমে ক্রমে তার সমাজ বিকশিত হয়ে উঠল, তার ভাষাও বিন্যস্ত হয়ে এল।

‘নিশা’, ‘দিবা’ এই প্রথম দিকের গল্পগুলোর মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে পরিবারের অভ্যন্তরে সাম্য অধিকারের খোঁজ পাওয়া যায়। যদিও লেখকের বর্ণনায় অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই উঠে এসেছে, সেই সময় থেকেই ক্ষমতা লোলুপ মনুষ্য প্রবৃত্তি গ্রাস করেছে মগজকে। কালের বিন্যাসে বস্তুবাদী ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে সমাজ বিজ্ঞানের এক ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে এই বইটি। একদিকে ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা অন্য দিকে আবার লেখকের অনেক লেখায় খুঁজে পাই রোমান্টিসিজমের ছোঁয়া।

‘সেই দিনের আশায় আমরা থাকব বন্ধু, যেদিন এই সমস্ত গোলকধাঁধা শেষ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে প্রেমের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।’ ‘বাবা নূরদীন’ গল্পের এই লাইনটির মধ্যে দিয়ে এক অদ্ভুত রোমান্টিকতার



আবহ তৈরি করেন লেখক। একদিকে ‘সুমের’, ‘সফদার’, ‘মঙ্গল সিং’ ইত্যাদি গল্পগুলি ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ আবার অন্য দিকে ‘প্রভা’ কিম্বা ‘সুরৈয়া’ গল্পে দারুণ রোমান্টিকতার ছাপ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সুন্দর ভাবে ধাপে ধাপে ভোলগা থেকে গঙ্গার গল্পগুলো সাজিয়েছেন

রাহুল সাংকৃত্যায়ন দেখিয়েছেন কিভাবে ধর্মকে পুঁজি করে একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পায় এবং সেখানের প্রতিটা জনগণকে কিভাবে শোষণ-শাসন করতে হয়। এক্ষেত্রে দুর্দান্তভাবে তিনি শ্রেণী চরিত্রকে চিহ্নিত করেছেন।

এর পর পৃঃ ৭ ►

**COMMERCE COACHING CENTRE**
ESTD. 2009

Powered By
GARIA TUTORIAL HOME
OFFERS

**"COMMERCE COACHING @
YOUR DOORSTEP"**

Dear Commerce Students,
**Make a batch with your at least 5
classmates & contact us. We will provide
reputed teacher at your area.**

Respected Commerce Teachers,
**We are providing students in small batches
at your locality. Please contact with us &
start your tuition at your locality.**

Classes- XI, XII, B.COM, M.COM

For details Contact

Call or WhatsApp- 9051635797

E-Mail- info.gariatutorialhome@gmail.com

**Your Address
Your Home**
**If you choose
Bansdroni, Tollygunge
Just call Us**
93308 06286/ 93308 06286

নববর্ষে কলকাতায় সুনীল গাভাসকার

দেবাশিস মজুমদার : ১৪৩০ বঙ্গাব্দের শুরুতেই কলকাতায় এলেন সুনীল গাভাসকার। এখনও প্রচণ্ড ফিট এবং প্রচণ্ড কর্মবাস্ত তিনি, এই ৭৩ বছর বয়সী চিরযুবককে দেখলে এখনও মনে হয় যে যেকোনও সময় ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়তে পারেন তিনি। বাংলা বছরের প্রথম তারিখে বারপুজোর পাশাপাশি মোহনবাগান ক্লাব তাদের ক্লাব প্রদর্শনে প্রবেশের মূল ফটকের নাম উতসর্গ করল মোহনবাগানের ঘরের কিংবদন্তী ক্রীড়া তারকা চুনি গোস্বামীর নামে। আর তার উদ্বোধন হল সুনীল গাভাসকারের হাত দিয়ে। চুনি গোস্বামী বহুসময় আগে একবার মন্তব্য করেছিলেন ক্রীড়া প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গে যে তিনি যেমন ফুটবলে জাতীয় দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এবং অধিনায়কত্ব করার পাশাপাশি ক্রিকেটেও প্রথম শ্রেণীর খেলায় মাথা উঁচু করে খেলেছেন এবং বাংলা তথা পূর্বাঞ্চলের দলের অধিনায়কত্ব করেছেন তেমনি সুনীল গাভাসকারও পারবেন কি ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলার পাশাপাশি ফুটবলেও প্রথম শ্রেণীর স্তরে খেলতে। প্রসঙ্গত চুনি গোস্বামী টেনিসেও ইউনিভার্সিটি ব্লু ছিলেন। যাই হোক সেসব বিতর্কিত মন্তব্যের কোনও সমাধান হয় না, ভারতের ক্রীড়া জগতে দুজনেই কৃতি পুরুষ, দুজনেই মহাতারকা। সুনীল গাভাসকারের হাত দিয়েই তাই চুনি গোস্বামীর নামাঙ্কিত গেটের উদ্বোধন একটা নতুন ইতিহাসের মেইল ফলক তৈরি করল ক্রীড়া ইতিহাসে। দুজনে রঞ্জি ট্রফিতে একে অপরের বিপক্ষে খেলেছেন। গাভাসকার উল্লেখ করেন তার বক্তব্যে কিভাবে তাঁর একটা ক্যাচ একবার চুনি গোস্বামীকে ৯৬ রানের মাথায় আউট করায় প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে আর দ্বিতীয় শতরানটি করা হয়নি চুনি গোস্বামীর। তপবে ১৯৭২ সালের রঞ্জি ফাইনালে বাংলা যখন মুখোমুখি হয় বোম্বের তখন চুনি গোস্বামী ছিলেন বাংলার অধিনায়ক আর সুনীল গাভাসকার তারকাখচিত বোম্বের দলের ওপেনার। সেই ম্যাচে সুনীল গাভাসকারের প্রথম ইনিংসে করা ১৫৭ রানই বোম্বের জয়ের ভিত গড়ে দিয়েছিল। ব্যাট হাতে বাংলার দুই ইনিংসেই চুনি (সুবিমল গোস্বামী) আউট হন ৫ রান করে। তবে প্রথম ইনিংসে বাংলা লড়াই চালিয়েছিল, সুব্রত গুহ বোলিং-এ ভর করে বাংলা লড়াই চালালেও শেষ হাসি হেসেছিল অজিত ওয়াদেকরের বোম্ব। ১৯৬২-র এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ী ভারতীয়



ফুটবল দলের প্রয়াত প্রাক্তন অধিনায়কের স্মৃতিতে তৈরি গেটের উদ্বোধন তাই ১৯৮৫-র বেনসেন এন্ড হেজেস ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ জয়ী অধিনায়কের হাত দিয়ে ঘটা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে রইল। সুনীল গাভাসকার একদা ১৯৮৪ সালে ইডেন টেস্ট চলাকালীন দর্শকদের দ্বারা অপমানিত হয়ে আর কোনওদিন ইডেনে খেলবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে সেসব দীর্ঘ অতীত। কলকাতা থেকে একসমসমদা প্রকাশিত ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার পত্রিকার এককালীন বিশেষ সম্পাদক ও উপদেষ্টা ছিলেন তিনি। পুত্র রোহন গাভাসকার তো তার পুরো প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট কেরিয়ারই খেলেছেন (১৯৯৬ থেকে ২০০৯) বাংলার হয়ে, বাংলার অধিনায়কও হয়েছেন। সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে তাই কলকাতা তথা বাঙ্গাল সম্পর্ক এখন মধুরই বলা যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস, মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে দেবাশিস দত্ত, মোহনবাগানের আরেক ঘরের ছেলে সত্যজিৎ চ্যাটার্জী সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ফেরার সময় অন্যান্য উপহারের সঙ্গে লিটল মাস্টার সানি গাভাসকার নিয়ে গেলেন শিবাজী চক্রবর্তীর তার পিতা বাংলার এককালীন অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার সমর চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা বই ‘অফকাটার’-ও। ঝটিকা সফরে বাংলা নববর্ষের দিন বাংলার ক্রীড়াঙ্গণকে এক অন্য আনন্দঘন স্মৃতি দিয়ে গেলেন সুনীল গাভাসকার।

Learn Spanish Online

Beginner & Intermediate Level Courses

1

Classes for Students, Working Professionals and Travel Enthusiasts

2

Small batches and individual care

3

Both weekend and weekday classes

4

Learn from the one of the best!

CALL: 9830478052

কুমার চক্রবর্তী

সারা বিশ্বে এবং প্রাকৃতিকভাবে ভারতে মৌসুমি পালনের প্রথম সচিৎ ইতিহাস

রঙিন হয়ে আসছে

প্রকাশক : নিও র্যাডিক্যাল পাবলিকেশনস (মো - 9874175869)

ইস্টবেঙ্গলে ক্রমে অনিশ্চিত লোবেরা



নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গলে আদৌ কি আসবেন সার্জিও লোবেরা কোচ হিসেবে? সেই নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, গত ১৫ এপ্রিল পয়লা বৈশাখের দিন লাল হলুদের নতুন কোচের নাম ঘোষণা করা হবে। কিন্তু সেদিন সেই নিয়ে উচ্চবাচ্য হয়নি।

লোবেরা এই মুহূর্তে চিনের একটি প্রথম ডিভিশন ক্লাবে কোচিং করাচ্ছেন। কিন্তু চিনে ফের করোনার দাপটের জন্য সমস্যা তৈরি হয়েছে। লোবেরাকেও কোয়ারেন্টিনে থাকতে হচ্ছে। তিনি চিনে কোচিং করাতে চাইছেন না। কিন্তু চুক্তিজটে তিনি ফেরে গিয়েছেন।

লোবেরা শেষবার ভারতে কোচিং করিয়েছেন মুম্বই সিটি এফসি-তে। সেই চুক্তি মোট পাঁচবছরের। তার মানে মুম্বই দল ছাড়লেও তাদের বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত যে ক্লাব রয়েছে, সেই দলেই কোচিং করাতে হবে। একমাত্র সিটি গ্রুপের চুক্তি ভাঙলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। লোবেরা শেষবার ভারতে কোচিং করিয়েছেন মুম্বই সিটি এফসি-তে। সেই চুক্তি মোট পাঁচবছরের। তার মানে মুম্বই দল ছাড়লেও তাদের বিশ্বে অন্তর্ভুক্ত যে ক্লাব রয়েছে, সেই দলেই কোচিং করাতে হবে। একমাত্র সিটি গ্রুপের চুক্তি ভাঙলে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এমনতেই লোবেরা লাল হলুদে এলে প্রতি মাসে তাঁর জন্য খরচ হবে ১৫-২০ লক্ষ টাকা। তিনি পুরো পরিবার নিয়ে আসবেন। তিনি মোটা অঙ্কের বেতন তো নেবেনই, পাশাপাশি তাঁকে বিলাসবহুল গাড়ি দিতে হবে। থাকবেন নিউটাউনের দামী ফ্ল্যাটে।

তারওপর সিটি গ্রুপকে রিলিজ মানি দিতে হলে অনেক অর্থ যাবে বিনিয়োগকারী সংস্থা ইমামির। এমনকী এই নামী স্প্যানিশ কোচ আবার লাল হলুদের সঙ্গে অন্তত চারবছরের চুক্তি চাইছেন। সেই নিয়েও আপত্তি রয়েছে বিনিয়োগকারী সংস্থার আধিকারিকদের।

ইস্টবেঙ্গল এই বিষয়গুলি নিয়েই ভাবছে। কারণ তারা ভেবেছিল এবার নতুন কোচ এনে দলগঠনে নেমে পড়বে। কিন্তু কোচ নিয়ে গড়িমসির কারণে ফের সমস্যা তৈরি হয়েছে। আগামী সপ্তাহে ফের ইমামিতে বৈঠকে বসবে দুই পক্ষ। সেখানে লোবেরার বিষয়টি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একান্ত তিনি বাতিল হলে মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ হাবাসকে নিয়ে ভাবনা শুরু হবে।

Please contact for solar water heater

Arup Dey
70443 05873 / 94339 86523

The Business Engineers India
Turnkey Business India Pvt. Ltd

পাঠকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমালোচনা ও মতামত পাঠাতে পারেন।
email : aajshukrabar@gmail.com